বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 10, Issue 4, 2019

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালনা বোর্ডের ৪২তম সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৪/১২/২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৪২তম পরিচালনা বোর্ডের সভা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্য মাননীয় সাংসদ জনাব মোসলেম উদ্দিন ও মোছাঃ শামীমা আক্তার খানম। আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সিনিয়র সচিব, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। পরিচালনা বোর্ডের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, সদস্য (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান), প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। এছাড়াও, বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিএলআরআই এবং খামারী প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিসেস ইয়াসমিন রহমান, পরিচালক, প্যারাগণ গ্রুপ।

প্রথমেই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী ও বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপিসহ বিএলআরআই এর বিভিন্ন পর্যায়ের নিহত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে একটি শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের বিদেহি আত্মার স্মরণে শোক প্রস্তাব গৃহিত হয়। সভায়, বিএলআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম, প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমসহ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সন্তোষ প্রকাশ করেন ও আগামী দিনে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার সদস্য-সচিব হিসেবে সভায় আলোচ্য-সূচিসমূহ উপস্থাপন করেন।

বিএলআরআই এ মহান বিজয় দিবস '২০১৯ উদযাপন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস '২০১৯ উদযাপিত হয়। সকালে মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন এর পর মহাপরিচালক কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ইনস্টিটিউটের সকল কর্মচারি মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্বরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে বীর শহীদদের স্মরণে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের অনুষ্ঠান সূচি শুরু করা হয়। ইনস্টিটিউটের সকল কর্মচারি ও তাঁদের পোষ্যদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফুটবল, দৌড়, বস্তা দৌড়, হাড়ি ভাঙ্গা, যেমন খুশি তেমন সাজ সহ নানা ধরনের ক্রীড়া ও আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। বিএলআরআই এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের সমন্বয়ে এক আনন্দপূর্ণ ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সারাদিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

FAO প্রতিনিধির বিএলআরআই পরিদর্শন

গত ২৩/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ FAO এর Technical Advisor- Epidemiology, Dr. Stacie E. Dunkle ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার এর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন, এ সময়ে প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. গিয়াস উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সাথে আগামীতে Epidemiology বিষয়ক কি কি ধরণের গবেষণা সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

APA বাস্তবায়নে বিএলআরআই এর দ্বিতীয় স্থান অর্জন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে বিএলআরআই ২য় স্থান অর্জন করেছে। এ উপলক্ষে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল এর নিকট থেকে সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

চীন প্রতিনিধি দলের বিএলআরআই পরিদর্শন

গত ০২/১২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে "Meeting with BLRI, explore opportunity of delivering training to farmers/sharing BLRI good practices" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চীন থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, বিএলআরআই এর সাবেক মহাপরিচালক ড. খান শহিদুল হক এবং বিএলআরআই এর সকল বিভাগীয় প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ।

ল্যাম্ব উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, ফার্মগেট, ঢাকা এর অর্থায়নে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষনা ইনস্টিটিউট, সাভার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Validation of good practices of on farm lamb production systems" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ (২২ নভেম্বর, ২০১৯) ও

সূবর্ণচর (২৩ নভেম্বর, ২০১৯) উপজেলায় দিনব্যাপী "দেশি ভেড়া হতে ল্যাম্ব উৎপাদন" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খামারী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. এম এ হাশেম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও কো-অর্ডিনেটর, উক্ত প্রকল্প, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম আকন্দ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নোয়াখালী। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আবদুল জলিল, বিভাগীয় প্রধান, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। অতিথিবৃন্দ ছাড়াও ডাঃ মোঃ আলমগীর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ, ডাঃ তাসলিমা ফেরদৌসী, ভেটেরিনারি সার্জন, সূবর্ণচর, নোয়াখালী প্রশিক্ষণে উপস্থিত থেকে খামারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো সমন্বয় করেন প্রকল্পের প্রধান গবেষক ড. ছাদেক আহমেদ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা। এছাড়াও প্রকল্পের সহকারী গবেষক জনাব মোঃ আবু হেমায়েত, ও ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে উক্ত খামারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে কোম্পানিগঞ্জ ও সূবর্ণচর উপজেলার ৩০ জন করে মোট ৬০ জন খামারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে খামারীদের মাঝে ভেড়ার খামারের দরকারি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী গঠন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার গর্বিত নাগরিক আমরা। স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেগুলো সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত হলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব কৃষি উন্নয়নে সমৃদ্ধিতে সফলতায়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "করে দেখাতে হবে, এতে কৃষক নিজে নিজে শিখে নিজের আঙিনায় বাস্তবায়ন করবে। এক গ্রামের ২০ জনকে একসাথে ক্ষেতখামারে হাতে কলমে কাজ দেখালে পাশের অন্য কৃষক দেখে দেখে নিজের জমিতে বাস্তবায়ন করলে উৎপাদন বেড়ে যাবে। তখন সারা বাংলার অন্যরা এগিয়ে আসবে সম্পৃক্ত হবে উন্নয়নের মূলধারায়।" তারই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মুজিব বর্ষে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রযুক্তি খামারী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে জনপ্রিয়করণ ও প্রযুক্তি হাতে কলমে ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাভারের পার্শ্ববর্তী ধামরাই উপজেলার শরীফবাগ গ্রামটি নিয়ে একটি প্রযুক্তি পল্লী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা "বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী" নামে পরিচিত হবে। গ্রামটির তিন দিক ঘিরে রয়েছে বংসাই নদী এবং একদিকে বড় রাস্তা। উক্ত পল্লীতে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৭টি প্রযুক্তি বিষয়ে ইতোমধ্যেই খামারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারীগণের মধ্যে ১২০ জন খামারীকে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে টিএমআর ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ ও সংরক্ষণ, দেশি মুরগী পালন, ছাগল পালন, ভেড়া পালন, বায়োস্লারি ব্যবস্থাপনা, খামারের জীব-নিরাপত্তা, ওলান ফোলা, ক্ষুরা রোগ দমন মডেল, ছাগলের পিপিআর রোগ দমন মডেল, কৃমি দমন কৌশল এবং গরুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকরণ যেমন ছাগল, ভেড়া, মুরগী, পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির খাদ্য, ফিড এডিটিভ, চপিং মেশিন, খাদ্য সরবরাহ ভ্যান, খাবার পাত্র, পানির পাত্র, টিএমআর, উচ্চ ফলনশীল ঘাসের কাটিং, সজনা গাছের চারা, কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভ্যাকসিন, ভিটামিন, সেলাই মেশিনের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠ বাস্তবায়নে উক্ত পল্লীর স্থানীয় প্রতিনিধি, ইমাম, স্বেছাসেবি, শিক্ষক, খামারি এছাড়া ডিএলএস এর প্রতিনিধি, প্রযুক্তিভিক্তিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে Community involving holistic approach এর মাধ্যমে একটি সমবায় পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে ইমাম সাহেব মসজিদের মাইকের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকান্ড প্রতিনিয়ত জানিয়ে দিচ্ছে, একজন খামারি তার নিজস্ব ট্রাক্টর দিয়ে সকলের ফডারের জমি চাষ করে দিচ্ছে, একজন কাঠ মিস্ত্রি সকল মুরগি খামারিদের খোয়ার বানিয়ে দিচ্ছে, একজনের ওজন মাপার যন্ত্র দিয়ে অন্যরা খাদ্য ও প্রাণীর ওজন নিচ্ছে, 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী সমবায় সমিতি' ও প্রকল্পের সহযোগিতায় ক্রয়কৃত চপার বা ঘাস কাটার মেশিন এর মাধ্যমে প্রতিনিয়ত খড় ও ঘাস কাটা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পল্লীতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ০৬ জন স্বেচ্ছাসেবী/LSP (Local Survice Provider) তৈরি করা হয়েছে যারা গবাদি প্রাণী পালনসহ গণ কৃমিমুক্তকরণ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন প্রদান কর্মসূচিগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলছে। উক্ত স্বেচ্ছাসেবীদের খামারীদেরকে সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রযুক্তি ও ইমারজিং বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে প্রযুক্তি পরিবীক্ষণ ও মতবিনিময় সভা। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সম্প্রতি গবাদি প্রাণীর নতুন রোগ লাম্পি স্কিন ডিজিজ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শরীফবাগসহ পার্শ্ববর্তী ছয়বাড়িয়া, ফুকুটিয়া গ্রামের ২৫০জন খামারি নিয়ে গ্রামটিতে অবস্থিত স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গনে

একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রোগটির লক্ষণ, ছড়ানোর মাধ্যম, অর্থনৈতিক ক্ষতি, নিয়ন্ত্রণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে ছবি সম্বলিত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। রোগটি নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে শরীফবাগসহ ধামরাই উপজেলার অন্যান্য এলাকায় লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এছাড়া নিয়ন্ত্রণ বলয় সৃষ্টির লক্ষ্যে শরীফবাগ গ্রাম ঘেষে অন্যান্য গ্রামের গবাদি প্রানীসহ শরীফবাগের সকল গরু ও মহিষকে লাম্পি স্কিন ডিজিজ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিনামূল্যে গোট পক্স টিকা প্রদান করা হয়েছে। লাম্পি স্কিন ডিজিজ বিষয়ে বিষদ গবেষণার লক্ষ্যে গোট পক্স টিকা প্রদান করার পূর্বে ও পরে এবং লাম্পি স্কিন ডিজিজ আক্রান্ত গরুর রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে যা পরীক্ষাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, শরীফবাগের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এ রোগের ব্যাপক প্রাদূর্ভাব দেখা গেলেও প্রযুক্তি পল্লীতে মাত্র দুটি গরু আক্রান্ত হয়েছিল যা বর্তমানে নিরাময় হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, গণ কৃমিনাশক, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন প্রদানের ফলে একটি গবাদি প্রাণীতেও ক্ষুরারোগ, পিপিআর রোগের প্রকোপ দেখা যায় নাই এবং প্রাণীগুলো সুস্থ্য ও স্বাস্থ্যবান হয়েছে। তাছাড়া, Community involving holistic approach এর জন্য খামারিরা পূর্বের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছে এবং খামার করতে আরও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এছাড়া 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী' এর নারীদের ক্ষমতায়ন ও আত্বকর্মসংস্থান এর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০ জন মহিলাকে তিন মাসব্যাপী সেলাই মেশিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিপিআর নিয়ন্ত্রণ মডেলের আওতায় দেখা যায়, PPR টিকা প্রদানের পূর্বে এখানে PPR রোগের এন্টিবডির মাত্রা ছিলো মাত্র ৩৩.৩৩% যা প্রতিরোধে মাত্রার (৭৫%) অনেক নিচে অবস্থান করছিল। কৃমিনাশক প্রদানের ১৪ দিন পর PPR টিকা প্রদান করা হয়। ২১ দিন পর রক্তের সিরাম সংগ্রহ করে এন্টিবডির মাত্রা নিরুপন করে ৯৬% হারে এন্টিবডি পাওয়া যায়, যা ছাগল ও ভেড়ার শরীরে অত্যন্ত শক্তিশালী PPR ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে বলে প্রমাণিত। সাধারনত রক্তের ৮৫% এর অধিক এন্টিবডির মাত্রা থাকলে তাকে হাইপার ইমিউন সেরাম বলা হয়। সে দিক থেকে মডেল ভিলেজের ছাগল গুলোতে অত্যন্ত শক্তিশালী হাইপার ইমিউন সেরাম তৈরি হওয়ায় একটি পিপিআর রোগ প্রতিরোধী সিরাম ব্যাংক (Serum Bank) তৈরি হয়েছে। যাতে দেশের যেকোনো প্রান্তে পিপিআর রোগ হতে তরিৎ গতিতে ছাগল ও ভেড়াকে বাঁচাতে এই সিরামের ব্যবহার করা যাবে। বিজ্ঞানভিত্তিক টিকা প্রদানের পূর্বে কৃমিনাশক প্রদান করলে ভ্যাকসিন এর কার্যক্ষমতা (Efficacy) অনেক বেড়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র কৃমিনাশক প্রদান করার জন্যই রক্তের এন্টিবডির মাত্রা ১৬ ভাগ বেড়ে গেছে।

ক্ষুরারোগ (FMD) নিয়ন্ত্রণ মডেলের আওতায়, বিএলআরআই মডেল ভিলেজে গণটিকা প্রদান কর্মসুচিতে প্রায় ৫০০টি উন্নত জাতের সংকরায়িত গরুতে FMD টিকা প্রদান করা হয়। এখানে একইভাবে টিকা প্রদানের ১৪ দিন পূর্বে কৃমিনাশক প্রদান করা হয়। রক্তের সিরামে এন্টিবডির মাত্রা ০১ মাস পরপর ০৪ মাস পর্যন্ত যথাক্রমে ৭৯%, ৮৫%, ৮৯%, ৯৪% এবং ৫ম তম মাস হতে কমতে থাকে যা ৭৭% থেকে নেমে ০৬ মাস পর ৭০% এর নিচে চলে যায়। তাই গবাদি প্রাণীর FMD এর রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ০৬ মাস পর পর টিকা প্রদান করা হয়। তবে এখানেও পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃমিনাশক প্রদান না করে ২০টি গরুতে FMD টিকা প্রদান করা হয় যেখানে ১ম ও ০৪ মাস পর মাএা ছিল যথাক্রমে ৭৫% এবং ৮০%, ৫ম মাসে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৩%। অর্থাৎ কৃমিনাশক প্রদান না করার কারণে চার মাস পরই FMD রোগের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে যায়। এই গবেষণার ফলাফল দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাওয়া যায় যে, কৃমিনাশক প্রদান করে FMD টিকা প্রদান করলে ০৬ মাস পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে আর কৃমিনাশক প্রদান না করলে ০৪ মাস পর FMD রোগের টিকা প্রদান করা শ্রেয়। এখানে উল্লেখ্য, শুধু মাত্র কৃমিনাশক প্রদানের এন্টিবডির মাত্রা প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়ে যায়। মডেল ভিলেজের আওতায় শরীফবাগ গ্রামে প্রায় ৫০০ টি গরুতে তিন বার FMD টিকা প্রদান করে একটি হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করা হয়েছে, যা একটি সিরাম ব্যংক হিসাবে কাজ করবে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় FMD রোগের প্রকোপে জরুরী ভিত্তিতে এই হাইপার ইমিউন সিরাম ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনশীল প্রাণীসহ অন্যান্য সংবেদনশীল প্রাণীকে অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করা যাবে। ক্ষুরারোগ (FMD) নিয়ন্ত্রণ মডেলের আওতায়, শরীফবাগ গ্রামে Vaccinated গরুতে কোন FMD রোগ এ পযন্ত দেখা যায় নাই।

সাম্প্রতি দেশে গরুর লাম্পি স্কিণ ডিজিজ (LSD) এর ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে। এ রোগের প্রকোপ থেকে মডেল ভিলেজের গবাদি প্রাণিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে, জনসচেতনার সৃষ্টির জন্য Holistic Approach এর আওতায় শরীফবাগ গ্রামে ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রায় ২৫০ জন খামারিদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা করা হয় এবং রোগের ব্যাপকতা প্রতিরোধে করণীয় সম্বন্ধে খামারিদের অবহিত করা হয়। Goat Pox vaccine প্রদানকৃত প্রায় ৫০০ টি গরুর, ০১টি গরুতেও এ রোগের প্রকোপ পাওয়া যায় নাই। তবে উল্লেখ্য যে ০৩ জন খামারী পার্শ্ববর্তী LSD প্রকোপিত এলাকা হতে ৩টি গরু ক্রয় করে তার খামারে নিয়ে আসেন। তার কিছুদিন পরেই গরু ৩টিতে LSD এর সংক্রমণ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে গরু ৩টি শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার ফলে গরুগুলো আরোগ্য লাভ করে। তবে মৌলিক

গবেষণার মাধ্যমে এন্টিবডির মাত্রা নিরুপণের জন্য LSD ভাইরাস নিউট্রালাইজেশন (VN) পরীক্ষার সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেছে। যেহেতু VN একটি গুণগত পরীক্ষা (Qualitative test) তাই c-ELISAএর (Quantitative and Qualitative) এর মত শতাংশ হারে এন্ট্রিবডির মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যায় যে c-ELISA মাধ্যমে LSD এর এন্টিবডির মাত্রা নির্ণয় করা গেলে এই ৫০০ টি গরুও LSD এর জন্য একটি Serum Bank হিসেবে কাজ করবে।

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকারের সার্বিক নির্দেশনায় এবং প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন এর তত্বাবধানে, সিস্টেম রিসার্স গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান এর সার্বিক সহযোগীতায় প্রযুক্তি পল্লী প্রকল্পের প্রধান গবেষক ড. রেজিয়া খাতুনসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ "বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী" তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিএলআরআই মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার বলেন, 'ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বিএলআরআই প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত নানাবিধ লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। উক্ত প্রযুক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে খামারি ও উদ্যোক্তাগণ নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন। তিনি বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর সকল খামারী-উদ্যোক্তাদেরকে যত্নসহকারে প্রাপ্ত প্রযুক্তিসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের কল্যাণে অংশীদার হওয়ার আহবান জানান। সবশেষে তিনি আশা করেন, সবুজ বিপ্লবের প্রণীত এ পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে সবুজায়িত হবে সারা বাংলা, সুখে থাকবে বাংলার মানুষ।

(ড. রেজিয়া খাতুন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা)

গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১২-১৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ ০৩ দিনব্যাপী ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। উক্ত প্রশিক্ষণে দেশের ৫০ জন খামারি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সনদ বিতরণ করেন ইনস্টিটিউট এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আজহারুল আমিন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. নাসরিন সুলতানা, বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ।

ছাগল ও ভেড়ার বিজ্ঞানভিত্তিক খামার স্থাপন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা

গত ০১/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী "ছাগল ও ভেড়ার বিজ্ঞান ভিত্তিক খামার স্থাপন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ও বাংলাদেশ গোট এন্ড শীপ ফার্মারস এসোসিয়েশন। সারাদেশ থেকে আগত ছাগল ও ভেড়া খামারী এসোসিয়েশনের সদস্যদের দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। ইনস্টিটিউটের ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো: আবদুল জলিল এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন। কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা সুষ্ঠভাবে ভেড়া ও ছাগল পালনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক খামার স্থাপন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার কারিগরী দিকগুলো তুলে ধরেন। প্রত্যেক জীবের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চাহিদা হলো একটি আরামদায়ক বাসস্থান। আমাদের দেশে যেসব কারণে ভেড়া ও ছাগল মারা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো বাসস্থান না থাকা বা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। কাজেই লাভজনক খামার করতে গেলে অবশ্যই বাসস্থানের বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে। যেখানে আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ পায়।

এছাড়া আলোচকরা খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই প্রতিরোধ ও সঠিক চিকিৎসা, সঠিক সময়ে টিকাদান, কৃমিনাশক খাওয়ানো, পানি গ্রহণের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ তুলে ধরেন। বিশুদ্ধ পানির অভাবে অতি সহজেই ছাগল-ভেড়া রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হয়। তাই তাদেরকে পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। ভেড়ার প্রজনন, বাচ্চার যত্ন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্যগুলো আগত ছাগল ও ভেড়া খামারীদের মাঝে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া খামারিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন বিশেষজ্ঞরা। কর্মশালায় বাংলাদেশ গোট এন্ড শীপ ফার্মারস এসোসিয়েশন-এর সভাপতি মোঃ হাসিবুল হাসান রাসেল, ছাগল ও ভেড়া গবেষণা বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ৫০ জন খামারী উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

Additives and. Preservatives in Processed Foods: Health Consequences শীর্ষক কর্মশালা

বিগত ০৪/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখ সকাল ৯:০০ ঘটিকার সময় বিএলআরআই এর সম্মেলন কক্ষে "Additives and Preservatives in Processed Foods: Health Consequences" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউট এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথুরাম সরকার। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর সদস্য পরিচালক (মৎস্য), বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম। উক্ত কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

"Enhancing Efficiency in Research Planning through Institutionalizaion of ARMIS" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গত ১৫-১০-২০১৯ খ্রি: তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে "Enhancing Efficiency in Research Planning through Institutionalizaion of ARMIS" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইনস্টিটিউট এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথুরাম সরকার। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইনস্টিটিউট এর সর্বস্তরের বিজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

RIR and Fayoumi back-crossing research for further preciseness as parent generation বিষয়ক পর্যালোচনা

গত ১৪-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে "RIR and Fayoumi back-crossing research for further preciseness as parent generation" শীর্ষক একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় ইনস্টিটিউটের সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণোত্তর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৪-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউট এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে ড: মোঃ শাহীন আলম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ এর পিএইচডি বিষয়ক "Studies on the Efficacies of the Biosecurity Enhancement Materials against Microoganisms" এবং ডা: মোঃ জুলফিকার আলী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ এর বিদেশ প্রশিক্ষণোত্তর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউট এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আজহারুল আমিন। সেমিনারের উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট এর সকল বিভাগীয় প্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকগণ।

গবেষণা প্রকল্পসমুহের অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটির সভা

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. নাথুরাম সরকার এর সভাপতিত্বে অত্র ইনস্টিটিউটের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পসমুহের অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটির সভা গত ১-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমিটির সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাঘাবাড়িতে "আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক গত ০৮ ডিসেম্বর হতে ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে "আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারীদের তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইনস্টিটিউট এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, বিভাগীয় প্রধান, ড. রেজিয়া খাতুন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, জনাব শাহ মোঃ শামসুজ্জোহা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার জনাব ডাঃ মিজানুর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫০ জন খামারীকে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিভাবে আরও লাভজনকভাবে হাঁস পালন করা যায় সে সর্ম্পকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মহাপরিচালক মহোদয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার গত ২৬/১০/২০১৯ ইং তারিখে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে অবস্থিত বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের সকল স্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মহাপরিচালক মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরিদর্শনকালে তিনি রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) অধীনে নির্মিতব্য শেডের সাইট পরিদর্শন করেন এবং ঠিকাদারদের সাথে মত বিনিময় করেন। একই সাথে তিনি ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য শেডের সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্প পরিচালককে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয় মাঠ পর্যায়ে চলমান বিএলআরআই এর বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি করেন এবং কয়েকজন খামারির বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে মত বিনিময় করেন। আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনস্থ বিছামারা গবেষণা খামার পরিদর্শনকালে তিনি খামারের সার্বিক কার্যক্রমের খোঁজ- খবর নেন এবং খামারের জৈব-নিরাপত্তা আরও জোরদার করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও গবেষণার অনুপযুক্ত প্রাণীদের বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ছাঁটাই করার জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জকে নির্দেশনা দেন। অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে খামারিরা আরও বেশি উপকৃত হতে পারে এ বিষয়ে ইনচার্জকে পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশের গবাদি প্রাণীর নতুন রোগ, লাম্পি স্কিন ডিজিজ

চিত্রঃ চামড়ায় প্রচুর নোডুলার (ফোস্কা) লক্ষণ ও ফোস্কা (গুটি) ফেটে যায় ও ক্ষত সৃষ্টি হয়

লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এল এস ডি) আমাদের দেশে ২০১৯ সালের মার্চ- এপ্রিল মাস হতে প্রথমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছিল এবং পরবর্তীতে ২-৩ মাসের মধ্যে সারা দেশের গবাদি প্রাণীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক চর্মরোগ। রোগটিকে সংক্ষেপে এলএসডি বা চামড়া পিন্ড রোগ বা ফোস্কা রোগ বলা হয়। কোন কোন অঞ্চলে এই রোগে গবাদি প্রাণীর মূলত গরুর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। রোগটি গত জুলাই-আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ ও শরীয়তপুরসহ বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পরার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এই রোগের নমুনা সংগ্রহ করে PCR পরীক্ষার মাধ্যমে রোগটিকে লাম্পি স্কিন ডিজিজ হিসেবে শনাক্ত করে। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত এই রোগটিকে প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানীদের কাছে আফ্রিকার গবাদি প্রাণীর রোগ হিসেবে জানতেন। তবে সম্প্রতি রোগটি চীন, কাজাকিস্থানসহ মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশে এবং অতি সম্প্রতি ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে পাওয়া যাওয়ায় ঐ অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্তক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রোগটি যদিও

OIE এর নিকট রিপোর্ট করার বিধান আছে তবুও বিভিন্ন দেশ রোগটি OIE কে রিপোর্ট করতে বেশ কিছু সময় নেয়। ফলে, রোগটি বিভিন্ন দেশে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

লাম্পি স্কিন ডিজিজ মূলত আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক বার মহামারী আকারে দেখা গেলেও ভারতীয় উপমহাদেশে রোগটি বিরল রোগ হিসেবে চিহ্নত ছিল। মূলত রোগাক্রান্ত প্রাণী এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে পরিবহনের মাধ্যমে রোগটি ছড়ায় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

এল এস ডি একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট চর্মরোগ, যা গবাদি প্রাণীর জন্য প্রাণঘাতী রোগ। রোগটি মূলত কেপরিপক্স ভাইরাস (Capripox virus) জেনাসের অর্ন্তভূক্ত। প্রথমত এই রোগটি মশা-মাছি, রক্ত চোষা আঠালী বা মাইট দ্বারা আক্রান্ত প্রাণী হতে অন্য প্রাণীতে ছড়ায়। আক্রান্ত প্রাণীর লালা, দুধ, নাকের ডিসচার্জ (Nasal discharge) এবং সিমেন (Semen) এর মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।

আক্রান্ত গরুর প্রথমে জ্বর হয় যা ১০৪° থেকে ১০৫° ফাঃ হতে পারে এবং একই সাথে ক্ষুধা মন্দা দেখা যায়। জ্বরের সাথে নাক-মুখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়। গরুর শরীরের লিম্ফ নোডগুলির আকার বেড়ে যায়। প্রাণীর চামড়ার নিচে ফোস্কা বা পিন্ড দেখা যায়। ফোস্কা থেকে লোম উঠে যায় এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত প্রাণীটি দিন দিন দূর্বল হয়ে যায়। রক্ত শুন্যতাসহ বিভিন্ন অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্তের হার (Morbidity) অনেক বেশী হলেও ভাল খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্যুর (Mortality) হার কমানো সম্ভব।

আমাদের দেশে পূর্বে এই রোগের এত ব্যাপক প্রাদূর্ভাবের কোন তথ্য নাই। এই কারণে রোগটি প্রতিরোধে আমাদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। যে সকল দেশে রোগটি নিয়মিত সংক্রমণ বা endemic সে সকল দেশে এই রোগটি নিয়ন্ত্রণের জন্য LSD ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা হয়। তবে এই রোগের ভাইরাস গোট পক্স বা শীপ পক্স ভাইরাসের পরিবারভূক্ত হওয়ায় এই ভ্যাক্সিন দ্বারা রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

এ ছাড়াও উত্তম খামার ব্যবস্থাপনা (Good farm practice) এর মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। যেমন-খামার ও এর আশ পাশের পরিবেশ পরিস্কার পরিছন্ন রাখার মাধ্যমে রক্ত চোষা মশা-মাছি নিয়ন্ত্রণ করা। খামারে প্রাণীর জন্য মশারির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে LSD ছাড়াও অন্যান্য রক্ত বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আক্রান্ত প্রাণী দ্রুত অন্যান্য স্থানে সরিয়ে (Quarantine) পৃথক ভাবে চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা। আক্রান্ত খামারে সর্ব সাধারণের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সুস্থ্য না হওয়া পর্যন্ত চারণ ভূমিতে প্রাণী না নেয়া।

রোগটি ভাইরাস এর কারণে হয় বিধায় ফলপ্রসূ তেমন ভাল চিকিৎসা নাই। তবে রোগের লক্ষণ বিবেচনা করে চিকিৎসা দেয়া প্রাণী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। আক্রান্ত প্রাণীর ফোস্কা বা পিন্ড ফেঁটে গেলে Povisep solution বা আয়োডিন মিশ্রণ দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। ফোস্কাগুলি না ফাটলে ঐ গুলির উপর (চামড়ার উপরে) Povisep solution বা আয়োডিন দিয়ে রং এর মত প্রলেপ দেয়া যায়। আক্রান্ত প্রাণীকে প্রচুর পানি বা চিটা গুড়ের সরবত খাওয়াতে হবে।

বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বের এক অঞ্চলের রোগগুলি অন্য অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন রোগের বিস্তার বিশেষ করে Vector বাহিত রোগের প্রাদূর্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। লাম্পি স্কিন ডিজিজ তার একটি বাস্তব উদাহরণ। লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এল এস ডি) বাংলাদেশের খামারীদের জন্য একটি নতুন রোগ। আতঙ্কিত না হয়ে, বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে, উত্তম খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

বিএলআরআই, আঞ্চলিক কেন্দ্র যশোর এ যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস '২০১৯ উদযাপন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোরে "মহান বিজয় দিবস ২০১৯" উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এবং খেলাধুলা।

উপদেষ্টা
ড. নাথু রাম সরকার
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ শাহ আলম
মোঃ আল-মামুন

বিএলআরআই কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ই-মেইল : infoblri@gmail.com ওয়েব : www.blri.gov.bd, ফোন : ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স : ৮৮০২-২-৭৭৯১৬৭৫